ছায়া বিহীন নবীর (দঃ) কায়া

আল্লামা আরশাদ আল-কাদেরী

প্রকাশনায়:- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ), হিজরী ১৪০৬ সাল উদযাপন
উপলক্ষে প্রকাশিত।

ছায়াবিহীন নবীর (দঃ) কায়া

সৌজন্য কপি

(سرکار کا جسم بے سایہ)

মূল : কলম সম্রাট আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী
অনুবাদ : মৌলানা কাজী মোহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী
(প্রভাষক : ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।)

প্রকাশনায় :
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা

ছায়াবিহীন নবীর (দঃ) কায়া
পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) ১৪০৬ হিজরী উদযাপন উপলক্ষে
প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ : ১২ই রবিউল আওয়াল শরীফ ১৪০৬ হিজরী,
২৬শে নভেম্বর ১৯৮৫ ইংরেজী।

প্রচ্ছদ নির্মাণে : লাকী ব্লক, নজির আহমদ চৌধুরী রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার পক্ষে মোঃ আবুল কালাম আশরাফী কতৃক ৯২৩, আলী বিল্ডিং হাজী আমির আলী রোড, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া লিথো এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : তিন টাকা মাত্র।

CHAYA BIHEEN NABIR (S) KAYA
By Hazratul Allama Arshad Alquaderi in urdu Translated by Moulana Qazi Md Muinuddin A hrafi and published by Bangladesh Islami Chatra Sena to celebrate the Eid -- Miladunnabi (s) f 1406 Al-hijra.
Price : Taka Three.

মুখবন্ধ ঃ

نحمده ونصلى على حبيبه الكريم

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিতে জ্ঞান থাকুক আর নাইবা থাকুক, প্রত্যেকে ধর্মীয় বিষয়ে কলম ধরার অভ্যাস গড়ে তুলেছে। এতে একদিকে ইসলামী জ্ঞানের প্রসার হলেও অন্যদিকে বিশ্ব মুসলিমের ঈমান আকিদার উপর রীতিমত আঘাত আসছে। কারণ, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে, যারা ধর্মীয় গুটি কয়েক পুস্তকের জ্ঞান নিয়েই ইসলামের গুরুত্বপুর্ণ বিষয়াদিতে কলম চালাচ্ছে। এর ফলে কোরান হাদিছ, ফেকাহ, আকায়েদ ইত্যাদি জরুরী বিষয়ের জ্ঞান বিবর্জিত লোকদের রচনাবলীতে মারাত্মক ভুল-বিভ্রান্তি সংঘটিত হচ্ছে। এতে মুসলমানদের ঈমান আকিদাও কলুষিত হয়ে যাচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে অনৈক্যের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, এসব লেখকদের অনেকে হুজুর (দঃ) এর মহান শানে তাদের কলমের আঘাত হানতে দ্বিধাবোধ করছেনা এবং তাঁকে রিসালতের মসনদে আ'লা বা উচ্চ স্তর থেকে সাধারণ মানুষের সারিতে মুল্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। যেমন সম্প্রতি অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেব 'ইসলামে নবীর মর্যাদা' নামক ঐ ধরণের এক বই বাজারজাত করেছেন। যাতে তিনি হুজুর (দঃ) এর মহান শানে সাধারণ মানুষ, মাটির মানুষ ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করার দুষ্কর্মের প্রয়াস চালাতে দ্বিধা করেন নি।

এমতাবস্থায় ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত আলেম ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী ছাহেবের উর্দু ভাষায় রচিত 'সরকার কা জিসিম কে ছায়া' নামক কিতাবটির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ মহান কাজে ব্রতী হয়েছি। পুস্তকটি ক্ষুদ্র হলেও এর প্রমানাদি ও যুক্তি সমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি পবিত্র হাদিছ শরীফ ও ইমাম মুজতাহিদগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদির আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, হুজুর (দঃ) এর পবিত্র দেহের কোন ছায়া ছিলনা কারণ তিনি ছিলেন নূর।

অনুবাদে আমি লিখকের মূল বক্তব্য ঠিক রাখার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। তারপরও মানুষ হিসেবে বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও স্বল্পতার দরুণ ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অবগত করানোর জন্য পাঠক সমাজের নিকট একান্ত অনুরোধ রইল। অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদগুলিও পাঠকবৃন্দ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি।

বইটির প্রকাশের ব্যাপারে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার পক্ষে দায়িত্ব নেওয়ায় মোঃ আবুল কালাম আশরাফী ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিষদকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। পাণ্ডুলিপি তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য স্নেহের ছোট ভাই মোঃ জামেউল আখতার আশরাফীকেও আন্তরিক দোয়া করি।

খোদা হাফেজ।

৯ই রবিউল আওয়াল শরীফ
১৪০৬ হিজরী।

আরজ গুজার
অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

[রিয়াজুল ইসলাম নামক এক ব্যক্তি হুজুর আকদাস (দঃ) এর দেহ মোবারকের ছায়া ছিল কিনা, এ মাসয়ালার দলিল সহকারে প্রমাণ করার জন্য জামে নূর পত্রিকার (কলিকাতা, ভারত) সম্পাদক, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল আল্লামা আরশাদ আল্ কাদেরী সাহেবের সমীপে পত্র লিখছেন]

জনাব,

সম্পাদক মহোদয়,
জামে নূর (পত্রিকা)
কলকাতা, ভারত।

হুজুর,

আমাদের এখানে হুজুর পুরনূর (দঃ) এর দেহ মোবারকের ছায়া সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা সমালোচনা চলছে। কিছু সংখ্যক ওলামা মত প্রকাশ করছেন যে, হুজুর (দঃ) এর ছায়া না থাকা শরীয়ত ভিত্তিক ও যুক্তি ভিত্তিক উভয় প্রকার প্রমাণের পরিপন্থী। একজন মানুষ হিসেবে যেহেতু হুজুর (দঃ) এর মধ্যে সকল মানবীয় বৈশিষ্টাবলী বিদ্যমান ছিল। আর শরীর মোবারকের ছায়াও মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ছায়াবিহীন হওয়ার কল্পনাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁদের বক্তব্য হলো, কবিদের রূপক ভাষা সমূহকে মানুষ আকিদা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। রেওয়ায়ত সমূহেও* হুজুর (দঃ) এর

* রেওয়ায়ত বলতে হাদিছ শরীফের বর্ণনাকে বুঝায়।

শরীর মোবারকের ছায়া ছিলনা বলে কোন নির্ভরযোগ্য স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান নেই।

অতএব অনুগ্রহপূর্বক এ মাসয়ালার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে সত্য ও শুদ্ধ মতকে উপস্থাপিত করবেন।

উত্তর পত্র ঃ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেজা খান ফাজেলে বেরলভী (রঃ) এ মাসয়ালার উপর (নিম্নবর্ণিত কিতাব সমূহ রচনা করে) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন :

[(১) 'কামরুত তামাম ফী নফীইয্যীল্লে আন্ সাইয়্যেদিল আনাম'।

(২) নফীউল ফাই-আম্মান বেনুরিহী আনারা কুল্লা সা'ই।

(৩) হুদাল হায়রান ফী নফইল ফাই আন্ সাইয়্যেদিল আকওয়ান।]

আর নির্ভরযোগ্য দলীল সহকারে প্রমাণ করেছেন যে, হুজুর (দঃ) এর ছায়া না থাকার আকিদা সাধারণ মানুষের আবিষ্কার নয় ; বরং আয়িম্মায়ে সালাফ বা পূর্ববর্তী ইমামগণের স্পষ্ট উক্তি ও রেওয়ায়ত এর স্পষ্ট হুকুম সমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে।

প্রিয় রিয়াজুল ইসলাম! আজকের ফিত্না ফ্যাসাদে পরিপূর্ণ যুগে চিন্তাধারার যত নাস্তিকতা মাথাচাড়া দিক না কেন, তা বলতে গেলে নগন্যই। আপনি হুজুর (দঃ)-এর ছায়া না হওয়ার প্রমাণের পেছনে হাদিছ সমূহের দলিলাদি দাবী করছেন ; কিন্তু দেখা যায়, আপনার দেশে এমন একটা শ্রেণীও বিদ্যমান আছে,

যারা হাদিছ সমূহই মানেনা। আর তারা কেবল অস্বীকার করেই ক্ষ্যান্ত নয় ; বরং তাদের দাবী হলো, অস্বীকার এর পেছনে দলিলাদির স্তুপ মওজুদ আছে। তারা বল্তে চায়, ইসলামের বিধি-বিধানের ভিত্তি শুধু কোরআন পাকের উপর। হাদিছ সমূহের সংকলগুলো মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এর উপরও তর্কের সূচনা হবে এবং দলিলাদির আশ্রয়ে হাদিছ সমূহে অস্বীকার করেও যে কোন ব্যক্তি মুসলিম সমাজের সাথে নিজের মযহাবী সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারবে।

অতএব এমন ভ্রষ্টতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সাল্ফে সালেহীনগণের সুষ্ঠু রায়ের উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। নাস্তিকতা ও মনগড়া চিন্তাধারার বন্যায় ভেসে গেলে তা একটা ক্ষুদ্র অংশও শরীর মোবারকের ছায়ার মাসয়ালা নিয়েই নেশায় বিভোর শরাবীর ন্যায় অধঃপতনের পর্যায়ে থাকলে তো একদিন আসল 'রসুলেরই' মাসয়ালা আমাদের সভা সমিতিতে তর্ক-সমালোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হবে। হাদিছ সমূহের নির্ভরতা ঘায়েল হয়ে যাওয়ার পর কোরআন পাকের ভিত্তি নড়তে আর কতো বিলম্ব হবে! এ কারণে ধোকাবাজ কাফেরদের নীতি অবলম্বন করার স্থলে আমাদেরকে বিশ্বাসী ও খাটি ঈমানদারগণের নীতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয়া উচিত।

এখন আপনি নিম্নে আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে কতক মূল্যবান উদ্ধৃতি গ্রহণ করুন। সর্বাগ্রে নির্ভরযোগ্য 'রেওয়ায়ত ও প্রমাণের ভিত্তিতে রসুলে করিম (দঃ) এর ছায়া না থাকার আকিদার ঢালী গ্রহণ করুন।

হাদিছ শরীফ থেকে ঃ

(১) হাদিছ শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম হযরত হাকিম তিরমিজী (রঃ) স্বরচিত গ্রন্থ 'নাওয়াদেরুল উসূল' এ হযরত যাকওয়ান (রঃ) হতে এ হাদিছ বর্ণনা করেন :—

عَنْ ذَكْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلے اللہ علیہ وسلم

لَمْ يَكُنْ يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا فِىْ قَمَرٍ۔

অর্থাৎ : হুজুর সরওয়ারে আলম (দঃ) এর ছায়া মোবারক না সূর্যের আলোতে না চন্দ্রের কিরণে দেখা যেত।

(খাসায়েসে কুবরা, ১ম খণ্ড পৃঃ— ৯৮, আল্লামা কাজেমী কৃত নফীউযযীল্লে কিতাব থেকে সংগৃহিত। যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৪র্থ খণ্ড পৃঃ—২২০, যমউল ওয়াসায়েল কৃত মোল্লা আলী কারী ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৬)

(২) সাইয়েদুনা আবদুল্লাহ্ ইব্নে মোবারক ও হাফেজ ইব্নে জৌযী (রঃ) হযরত ইব্নে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন.

لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلے اللہ علیہ وسلم ظِلٌّ وَّلَمْ

يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ اِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهٗ ضَوْءَهَا وَلَا مَعَ السِّرَاجِ اِلَّا

غَلَبَ ضَوْءُهٗ ضَوْءَهٗ۔

অর্থাৎ : হুজুর সাইয়েদে আলম (দ:) এর শরীর মোবারকের ছায়া ছিলনা না সূর্যের রশ্মিতে না প্রদীপের আলোতে। সরকারে দো-আলম (দঃ) এর নূর সূর্য ও প্রদীপের আলোকে ঢেকে ফেলত।

(মাওয়াহেবে লদুনিয়া, মিশরে মুদ্রিত, পৃঃ ৩০ এবং যুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২২০ মিশরে মুদ্রিত।)

(৩) ইমাম নাসাফী তফসীরে মাদারেক শরীফে হযরত ওসমান গণি (রঃ) হতে এ হাদিছ বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ اللّٰهَ مَا اَوْقَعَ

ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِئَلَّا يَضَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهٗ عَلٰى

ذَالِكَ الظِّلِّ۔

অর্থাৎ : হযরত ওসমান গণি (রঃ) হুজুর (দঃ)-এর দরবারে আরজ করলেন, আল্লাহ্তায়ালা আপনার ছায়া ভূ-পৃষ্ঠে পড়তে দেননি, যাতে এর উপর কোন মানুষের পা না পড়ে।

(মাদারেক শরীফ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৩ পুরাতন মিশরে মুদ্রিত, মুয়ারেজুন্নুবুয়ত ফায়সী, ১র্থ রুকন, মাদারেজুন্নুবুয়ত ২য় খণ্ড পৃঃ ১৬১)

(৪) হযরত ইমাম সুয়ূতী (রঃ) খাসায়েসে কোবরা শরীফে ইব্নে সাবা হতে এ রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন ঃ

قَالَ اِبْنُ سَبْعٍ مِنْ خَصَائِصِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنَّ ظِلَّهٗ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْاَرْضِ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا يُنْظَرُ لَهٗ ظِلٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَشْهَدُ لَهٗ حَدِيْثُ قَوْلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَدُعَا لَهٗ فَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا -

অর্থাৎ : ইব্‌নে সাবা (রঃ বলেছেন, এটাও হুজুর (দঃ) এর বৈশিষ্টাবলীর অন্তর্ভুক্ত যে, হুজুর (দঃ) এর ছায়া ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হতোনা। কেননা, তিনি নুর ছিলেন। সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে যখন চলতেন তখন ছায়া দৃষ্টিগোচর হতোনা।

কোন কোন ইমাম বলেছেন যে, এ কথার উপর হুজুর (দঃ) এর ঐ হাদিছ সাক্ষী যাতে হুজুর (দঃ) এর এ দোয়া বর্ণিত আছে যে, হে প্রতিপালক ! আমাকে নুর বানিয়ে দাও।

(খাসায়েসে কোবরা ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮)

নমুনা হিসাবে এ চারটি হাদিছ অত্র দাবীর প্রমাণের সপক্ষে যথেষ্ট যে, সরকারে দো-আলম (দঃ) এর পবিত্র শরীরের ছায়া না হওয়ার আকিদা ভিত্তিহীন নয়। তার ভিত্তিসমূহ রেওয়ায়ত ও হাদিছ শরীফ সমূহের গভীরে প্রোথিত।

হয়ত উপরোল্লিখিত হাদিছ সমূহের উপর কেউ আপত্তি উথাপন করে উসূলে হাদিছের দৃষ্টিভঙ্গিতে সনদ গ্রহণে উপযোগী মনে না করতে পারে। কিন্তু আমরা কারো ধ্যান ধারনার উপর জোর প্রয়োগ করতে পারিনা। অবশ্যই এতটুকু নিশ্চয় বলব যে, আজকের জ্ঞানীগণ জ্ঞানের ব্যাপকতা, ঈমানালোকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, বক্ষের প্রশস্থতা, নিয়তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ও ধর্মভীরু তার দিক দিয়ে পূর্ববর্তী বুজর্গানে দ্বীনগণের মোকাবিলায় কোন দিক দিয়েও প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন না। যখন প্রত্যেক যুগের সাল্‌ফে সালেহীনের ইমামগণ এ রেওয়ায়ত সমূহের আলোকে এ আকীদা নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর (দ.) এর কায়া মোবারকের ছায়া ছিলনা। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজন প্রখ্যাত ইমামের স্পষ্ট উক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

পূর্ববর্তী ইমামগণের মত ও রায় :

(১) ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রঃ) বলেন :

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلَا يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ قَالَ اِبْنُ سَبْعٍ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا قَالَ رَزِيْنٌ تَغْلِبُهٗ اَنْوَارُهٗ -

অর্থাৎ : হুজুর (দঃ) এর ছায়া জমীনের উপর পতিত হতোনা এবং না সূর্য রশ্মিতে না চন্দ্রের কিরণে তাঁর ছায়া দৃষ্টিগোচর হতো। ইব্‌নে সাবা (র.) এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, হুজুর (দঃ) নুর ছিলেন। ইমাম রাজীন (রঃ বলেছেন যে, হুজুরের (দঃ) এর নুর সব কিছুকে ম্লান করে দিত। (আনুমুয়াজুল লাবীব)

(২) যুগবরেণ্য ইমাম কাজী আয়াজ (রঃ) বলেন :

وَمَا ذُكِرَ مِنْ اَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهٖ فِيْ شَمْسٍ وَّلَا فِيْ قَمَرٍ

لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا وَاَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلٰى جَسَدِهٖ

وَلَا ثِيَابِهٖ -

অর্থাৎ : এটা যা বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্রের আলোক রশ্মিতে হুজুর (দঃ) এর শরীর মোবারকের ছায়া পড়তনা। তার কারণ হলো হুজুর (দঃ) নূর ছিলেন। আর এ জন্যই হুজুর (দ) এর শরীর মোবারক ও কাপড় মোবারকের উপর মাছি বসতনা।

(শেফা শরীফ ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪২ ও ৩৪৩)

(৩) আল্লামা শেহাবউদ্দীন খুফ্ফাযী (রঃ) বলেন :

مَاجَرَّ ظِلُّ اَحْمَدَ اَذْيَالَ :- فِي الْاَرْضِ كَرَامَةً كَمَا قَدْ قَالُوْا -

هٰذَا عَجَبٌ وَكَمْ بِهٖ مِنْ عَجَبٍ - وَالنَّاسُ لِظِلِّهٖ جَمِيْعًا قَالُوْا

وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْاٰنُ بِاَنَّهُ النُّوْرُ الْمُبِيْنُ وَكَوْنُهٗ بَشَرًا لَايُنَافِيْهِ -

অর্থাৎ : মহানত্ব ও সম্মানের কারণে হুজুর (দঃ এর শরীর মোবারকের ছায়া ভূ-পৃষ্ঠে স্পর্শ দিতনা। অথচ হুজুর (দঃ এর করুনার সুশীতল ছায়ায় মানবকুল শান্তির নিদ্ যাচ্ছে। এর চেয়ে

আশ্চর্যের কথা আর কি হতে পারে! (যথা আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রঃ) বলেছেন: —

نبوده سايه درذات محمد ÷ همه عالم بسايه محمد

অর্থাৎ : হুজুর (দঃ) এর ছায়া ছিলনা অথচ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই ছায়ায় বিদ্যমান রয়েছে। [দেওয়ানে আজিজ]।

এ বিষয়টির প্রমানের জন্য কোরআন করিমের এ সাক্ষ্য যথেষ্ট যে হুজুর (দঃ উজ্জ্বল নূর। আর হুজুর (দঃ) এর মানুষ হওয়া আর ছায়া না থাকার মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্ধ নেই।

(নসীমুর রিয়াজ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৯, মিশরে মুদ্রিত)

(৪) ইমাম আল্লামা আহমদ কস্তলানী, (বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী) বলেন :—

قَالَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ صلى الله عليه وسلم ظِلٌّ فِيْ شَمْسٍ وَّلَا

قَمَرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ - وَقَالَ ابْنُ سَبُعٍ كَانَ

صلى الله عليه وسلم نُوْرًا فَكَانَ اِذَا مَشٰى فِي الشَّمْسِ

اَوِالْقَمَرِ لَا يُظْهِرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থাৎ : সরকারে দোআলম (দঃ) এর ছায়া না সূর্যের আলোতে পড়ত, না চন্দ্রের কিরণে। ইব্নে সাবা এর কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, হুজুর (দঃ) নুর ছিলেন, এ কারণে তিনি

যখন চন্দ্রের কিরণে ও সূর্যের আলোতে চলতেন তাঁর শরীর মোবারকের ছায়া পড়তনা।

(মাওয়াহেবে লুদুনীয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮০, যুরকানী ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২২০)

(৫) আল্লামা হোসাইন ইব্‌নে মোহাম্মদ দিয়ার এ বকরী (রঃ) বলেন :

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلَا يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ -

অর্থাৎ : হুজুর (দঃ) এর নূরানী কায়া মোবারকের ছায়া না সূর্যের রশ্মিতে পড়ত না চন্দ্রের আলোতে।

(কিতাবুল খামীস চতুর্থ অধ্যায়)

(৬) ইমাম ইব্‌নে হাজর মক্কী শাফেয়ী (রঃ) বলেন :

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اَنَّهٗ صلى الله عليه وسلم صَارَ نُوْرًا اَنَّهٗ كَانَ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا يُظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ لِاَنَّهٗ لَا يُظْهَرُ اِلَّا لِكَثِيْفٍ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَلَّصَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ سَائِرِ الْكَثَافَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَصَيَّرَهٗ نُوْرًا صِرْفًا لَا يُظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ اَصْلًا -

অর্থাৎ : হুজুর (দঃ) এর কায়া মোবারক আপাদমস্তক নূর ছিলেন, তার প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট প্রামাণিক যে, তাঁর দেহ মোবারকের কোন প্রতিচ্ছবি না সূর্যের আলোতে না চন্দ্রের কিরণে পড়ত। কারণ হলো, ছায়া থাকে কোন জড় ও মোটা বস্তুর। আল্লাহতায়ালা হুজুর (দঃ)কে সকল শারীরিক জড়ত্ব থেকে পবিত্র করে তাঁকে শুধু নূর করেছেন। এ কারণে তাঁর ছায়া পড়তনা।

(আফ্‌যালুল কোরা পৃঃ ৭২)

(৭) আল্লামা সোলাইমান জুমল (রঃ) বলেন :

لَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلم ظِلٌّ يَظْهَرُ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ -

অর্থাৎ : হুজুর পুরনুর (দ.) এর পবিত্র দেহের প্রতিচ্ছবি না সূর্যের আলোয় না চন্দ্রের কিরনে, কোন অবস্থাতেই পড়ত না।

(ফুতুহাতে আহমদীয়া শরহে হামযীয়া পৃঃ ৫)

(৮) শেখ মুহাক্কেক শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) বলেন :

و نبود سرا نحضرت صلى الله عليه وسلم را سايه نه در آفتاب ونه درقمر -

অর্থাৎ : হুজুর পাক (দঃ) এর ছায়া মোবারক না সূর্যের আলোতে পড়ত না চন্দ্রের কিরণে।

(মাদারেজুন নুবুওয়াত ১ম খণ্ড পৃঃ ২১)

(৯) ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (রঃ) বলেন :

او را صلی الله علیه وسلم سایه نبود در عالم شهادت سایه هر شخص از شخص لطیف تراست چون لطیف ترے ازوی صلی الله علیه وسلم در عالم نباشد او را سایه چه صورت دارد ۔

অর্থাৎ : হুজুর করিম (দঃ) এর প্রতিচ্ছবি ছিল না। এর কারণ, আলমে শাহাদত বা নশ্বর জগতে প্রত্যেক বস্তু হতে তার ছায়া সূক্ষ্ম হয়ে থাকে, কিন্তু সরকারে দো'আলম (দঃ) এর শান হলো, সৃষ্টিকুলে তাঁর চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম কোন বস্তু নেই। অতঃপর হুজুর (দঃ) এর প্রতিচ্ছবি কিভাবে পড়তে পারে?

(মাকতুবাত ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৪৭ নূলকপুর প্রেস, লক্ষ্ণৌ
মাকতুবাত ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৭ ও ২৩৭)

(১০ মাজমাউল বেহার এর প্রণেতা আল্লামা শেখ মুহাম্মদ তাহের (রঃ) বলেন :

مِنْ اسمائه صلی الله علیه وسلم النُّوْرُ قِیْلَ مِنْ خَصَائِصِه صلی الله علیه وسلم اَنَّهٗ اِذَا مَشٰی فِی الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا یَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ ۔

অর্থাৎ : হুজুর (দঃ) এর মোবারক নাম সমূহের মধ্যে 'নূর'ও একটি এবং হুজুর (দঃ) এর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি

যখন চলতেন তখন তাঁর ছায়া না সূর্যের আলোতে পড়ত না চন্দ্রের কিরণে।

(যোবদা শরহে শেফা ও মাজমাউল বেহার
নূলকপুরে মুদ্রিত, লক্ষ্ণৌ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪০২)

(১১) ইমাম রাগেব ইসফাহানী (ওফাত ৪৫০ হিঃ) বলেন :

رُوِیَ اَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه وسلم كَانَ اِذَا مَشٰی لَمْ یَكُنْ لَهٗ ظِلٌّ ۔

অর্থাৎ :—বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (দঃ) চলাফেরার সময় তাঁর দেহ মোবারকের কোন প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিগোচর হতোনা।

(আল্ মুফরাদাত কৃত ইমাম রাগেব ইসফাহানী পৃঃ ৩১৭)

(১২) সিরাতে হালাবীয়া (প্রকাশ সিরাতে শা'মী) এর প্রণেতা বলেন :

اِذَا مَشٰی فِی الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا یَكُوْنُ لَهٗ ظِلٌّ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا

অর্থাৎ : হুজুর সাইয়্যেদে আলম (দঃ) যখন সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে চলতেন তখন তাঁর প্রতিচ্ছবি থাকতো না। কারণ তিনি "নূর" ছিলেন।

(সিরাতে হালাবীয়া মিশরী ছাপা ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ)

(১৩) ইমাম তকীউদ্দীন ছুবকী (ওফাত ৪৫৬ হিঃ) (রাঃ) বলেন :

لَقَدْ نَزَّهَ الرَّحْمٰنُ ظِلَّكَ اَنْ يُرٰى :: عَلَى الْاَرْضِ مُلْقٰى

فَانْطَوٰى لِمَزِيَّةٍ -

অর্থাৎ : পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা হুজুর (দঃ) এর প্রতিচ্ছবিকে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁহার মহানত্ত্ব ও শ্রেষ্টত্বের কারণে তাঁর ছায়াকে গুটিয়ে দিয়েছেন যেন দেখা না যায়।

(সিরাতে হালাবীয়া ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৪)

(১৪) আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রঃ) (ওফাত ১০১৪ হিঃ) বলেন যে, হুজুর দঃ) এর ছায়া ছিল না। না সূর্যের আলোতে চলার সময় না চন্দ্রের কিরণে।

(জমউল ওয়াসায়েল ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৬)

(১৫) ইমাম শেখ আহমদ মানাভী (রঃ)-ও একই মত পোষণ করেন। (শরহে শামায়েল কৃতঃ আল্লামা মানাভী ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৭)

(১৬) ইমামুল আরেফীন আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন—

چون فنا اش از فقر پیرایه شود ÷ او محمد وار بے سایه شود

অর্থাৎ :— যখন সংসার ত্যাগের স্তরে পীর ফকীর-দরবেশ "ফানা" এর পোষাক পরিধান করে নেয়, তখন মুহাম্মদ (দঃ) এর ন্যায় তাঁর ছায়াও দুরীভূত হয়ে যায়। (মসনবী শরীফ ৫ম খণ্ড)

(১৭) হযরত আল্লামা বাহরুল উলুম লকনভী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন—

در مصرع ثانی اشاره به معجزه آن سرور صلی الله علیه وسلم که آن سرور را سایه نه می افتاد -

অর্থাৎ :—উপরোক্ত ছন্দের দ্বিতীয় অংশে হুজুর (দঃ) এর ঐ মোজেযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর প্রতিচ্ছবি ছিলনা।

(১৮) ইমামুল মুহাদ্দেসীন হযরত শাহ আবদুল আযিয ইবনে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ) বলেন —

از خصوصیاتی که آنحضرت صلی الله علیه وسلم را دربدن مبارکش داده بودند که سایه ایشان بر زمین نه می افتاد -

অর্থাৎ :—যে বৈশিষ্টাবলী রসুলে পাক (দঃ) এর শরীর মুবারকে দান করা হয়েছে তন্মধ্যে একটা ছিল তাঁর ছায়া মুবারক ভূপৃষ্ঠে পতিত হতো না। (তাফসীরে আযিযী, আমপারা পৃঃ ২১৯)

(১৯) কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী (রঃ) (মালাবুদ্দার প্রণেতা) বলেন —

می گویند که رسول خدا را سایه نه بود -

অর্থাৎ :—উম্মতের আউলিয়া কেরাম (রঃ) বলেন যে, নবী করিম (দঃ এর প্রতিচ্ছবি ছিল না।

(তায্‌কিরাতুল মউতা ওয়াল কুবুর পৃঃ ১৩)

উম্মতের প্রখ্যাত ইমামদের সংকলন পুনরায় একবার গভীর ভাবে পড়ে দেখলে দেখা যাবে যে, তাঁরা মনগড়া ভাবে ঐ কথা বলেন নি। বরঞ্চ আগে পরে শরীয়তের ও যুক্তি ভিত্তিক দলিলাদির স্তুপও রয়েছে। অস্বীকার কারীদের নিকট সবচেয়ে বড় দলীল

হলো হুজুর (দঃ) এর বাশারীয়াত বা মানুষ হওয়া। এ দলীলও উপরোক্ত ইসলামী মহা-মনিষীগণের দৃষ্টির অন্তরালে নয়। তাঁরা নিজ বক্তব্য সমূহে এর উল্লেখ করেছেন। এতদসত্ত্বেও স্পষ্টভাবে বলছেন যে, হুজুর আনওয়ার (দঃ) এর নূরানী শরীর মুবারকের ছায়া ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, তাঁদের এ আকিদা অনবগতির মধ্যে নয়, বরঞ্চ পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে।

এরপরও কি এ কথা বলার অবকাশ থাকতে পারে যে, হুজুর (দঃ) এর শরীর মুবারকের ছায়া না থাকার ধারণা আওয়ামী চিন্তাধারার আবিষ্কৃত! মজহাব ও মিল্লাতের খুঁটি সমূহকে যদি আওয়াম মানুষের সারিতে দাঁড় করানো সম্ভব হতো তাহলে আমাদের নিকট এ অপধারণা গ্রহণে কোন প্রকার লজ্জা বোধ হতোনা।

ঐ ধরণের অশান্তিপূর্ণ অন্তরসমূহের শান্তনা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু কমপক্ষে উপরোল্লোখিত হাদিস সমূহ ও রেওয়ায়েত সমূহের আলোকে অবশ্যই এতটুকু মেনে নিতে হবে যে, হুজুর (দঃ) এর পবিত্র শরীরের প্রতিচ্ছবি না থাকা সম্পর্কে সর্বসাধারণ মুসলমানদের আকিদা ভিত্তিহীন নয়। প্রমাণের ক্ষেত্রে শুধু দলীলাদি বিদ্যমান তা নয়, বরং নির্ভরযোগ্য মহা-মনিষীদের স্বীকৃতি ও সমর্থনও রয়েছে। হুজুর (দঃ) এর ছায়া না থাকার প্রমাণে সাহাবা কেরামের যুগ থেকে আরম্ভ করে শেষ যুগ পর্যন্ত এ অবিচ্ছিন্নতা ও মতের ঐক্যধারা এবং স্বীকৃতি সমূহ বর্তমান যুগের কিছু সংখ্যক উন্মাদ ব্যক্তির অস্বীকার করাতে কিছু আসে যায়না। মজহাবের মূল্যবান সম্পদ পদদলিত

করার। এর চেয়ে বেদনাদায়ক শোক আর কি হতে পারে যে, অজ্ঞতার অন্ধকারে বসবাসকারী মেথরগণ রাযী ও গয্যালীর উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলছে আর তামাশা হলো, "তাহ্তাস্সারা' পর্যন্ত গভীরে প্রোথিত ভিত্তিসমূহকে উপড়ানোর অপচেষ্টায় নিজেদের চিন্তাধারার ভিত্তি সমূহই ধুলিস্মাৎ হয়ে যাচ্ছে।

সর্বশক্তিমান খোদা আধুনিক যুগের ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে সরলমনা মুসলমানদেরকে নিরাপদ রাখুন।

এ পর্যন্ত আলোচিত দলিল ও রেওয়ায়েত দ্বারা উপরোক্ত মাসয়ালার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনার সময়ে "বাশারিয়াত" বা হুজুর (দঃ) মানুষ হওয়ার দলীলের পরিপূর্ণতা যাচাই করা হবে।

অস্বীকারকারীদের দলীল :

ছরকারে দো-আলম (দঃ) এর নূরানী শরীর মুবারকের ছায়া না হওয়ার অস্বীকারে বিপক্ষীয়গণের পক্ষ থেকে যে দলিল অত্যন্ত জোর দিয়ে পেশ করা হয়, তা হলো হুজুর দঃ) এর বাশারিয়াত বা মানুষ হওয়ার দিক। বিপক্ষীয়দের চিন্তাধারা ও তাদের দলিলের গতি অনুধাবন করার লক্ষ্যে একজন আবেগবান সদস্যের দলীল দেখুন—

"যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, ছায়া মোটা (জড়) বস্তুর হয়ে থাকে এবং হুজুরের (দঃ) পবিত্র সত্বা আপাদমস্তক নূর—সে এ কথা ভুলে বসেছে যে, হুজুর (দঃ তায়েফে পাথরাঘাতে ও ওহুদ যুদ্ধে আহত হয়েছেন। বাস্ব হতে বের হওয়া আলো বা চন্দ্রকিরণে আকাশে আপনি পাথর নিক্ষেপ করুন (?), নূরের শরীর হতে কি

অঝোরে রক্ত বের হবে? একথা স্পষ্ট যে, মোটা বস্তুর আঘাত মোটা বস্তুর উপরই পড়ে থাকে, সুক্ষ্ম বস্তুর উপর পড়ে না।"

(মাসিক তাজাল্লি-এ দেউবন্দ পৃঃ ৩৯)

সামান্য গভীরে অবতরণ করে চিন্তা করুণ! রূহানী মূল্যবান বিষয় সমূহ ও মোজেযা সমূহের অস্বীকারে ইউরোপের শক্তি-পূজারী মুলহিদগণ যে দিক নিয়ে চিন্তা করে এতে আর এ চিন্তা-ধারার গতির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে। (অর্থাৎ কোন পার্থক্য নেই)

"স্বভাবগত বিধি তাদের নিকটও জ্ঞান-বুদ্ধির মন্দিরের সবচেয়ে বৃহৎ মূর্ত্তি। অস্বীকারকারীগণও এ স্বভাবগত বিধিকে নিজেদের চিন্তাধারার কেবলা করে নিয়েছে। ঈমান আকিদার গভীর-সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে কিন্তু স্বভাবগত বিধান কিভাবে ছিন্ন হবে। ইতিহাস ও সিরাতের কিতাব হতে জানা গেছে যে হুজুর (দঃ) তায়েফে পাথরাঘাতে এবং ওহুদে যখম হয়েছেন। স্বভাবগত বিধান এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, মোটা বস্তুর আঘাত মোটা বস্তুর উপরই পড়ে থাকে, সূক্ষ্ম বস্তুর উপর পড়ে না। এ কারণে নাউজুবিল্লাহ; হুজুর (দঃ)-এর শরীর মুবারক মোটা বস্তু হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট আর যখন মোটা বস্তু প্রমাণিত হলো তখন তাঁর প্রতিচ্ছবিও থাকা অপরিহার্য।

স্বভাবগত বিধানের ভিত্তিতে যদি হুজুর (দঃ) এর ছায়া না হওয়ার অস্বীকারে চিন্তাধারার এ পদ্ধতি সত্য বলে গণ্য করা হয়, তাহলে হুজুর (দঃ) এর "ছায়া না হওয়ার" একটি আকিদাই নয়; বরং নবীগণের (আঃ) সমস্ত মোজেযাকে অস্বীকার করা যাবে

উদাহরণ স্বরূপ হযরত মুছা (আঃ) এর শুভ্র হস্ত হতে আলো ছড়ানোর আকিদা কোরআন করিম দ্বারা প্রমাণিত ঐখানেও এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, সৃষ্টিগত বিধানানুযায়ী আলো হয়তো প্রদীপ হতে বের হয় বা কোন সূক্ষ্ম বস্তু হতে।

এ ভাবে যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ আকিদা পোষণ করে যে, তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতেন। ঐখানেও আকল ভিত্তিক যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, অচল শুষ্ক শিরাসমূহে, নির্বাপিত হৃদয়ে ও ঠাণ্ডা মরদেহে জীবন ফিরিয়ে আনা অস্বাভাবিক বিধায় অসম্ভব। এ কারণে নাউজু-বিল্লাহ এ আকিদা সম্পূর্ণ ভুল ও অবাস্তব হবে।

হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে এ আকিদা ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে, তাঁর হাতের মুঠিতে লোহা মোমের ন্যায় গলে যেত এখানেও স্বভাবগত বিধানের প্রাচীর বাধা স্বরূপ দাঁড়া করুন যে, লোহা গলানোর জন্য যতটুকু তাপের প্রয়োজন তা শুধু আগুনই পরিপূর্ণ হারে পৌঁছাতে সক্ষম। মানুষের শরীরে অতটুকু তাপ বিদ্যমান থাকা সৃষ্টিগতভাবে অসম্ভব। এ কারণে নাউজুবিল্লাহ এ আকিদাও অবাস্তব।

অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সম্পর্কে এ আকিদা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রজ্জলিত আগুনে ও উত্তপ্ত শিখা সমূহে তাঁকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আগুনের কুণ্ড হতে সম্পূর্ণ নিরাপদে বের হয়ে এসেছিলেন এমন কি একখানা লোমও জ্বলেনি।

এখানেও স্বভাবগত বিধানের মুদ্রা প্রচলন করুন যে প্রজ্জলিত আগুন সম্পূর্ণ নিক্ষিপ্ত হয়ে কোন মানবিক দেহ নিয়ে নিরাপদে

বের হয়ে আসা যুক্তি ও স্বভাবগত বিধান উভয়ের পরিপন্থী। এ কারণে নাউজুবিল্লাহ এ আকিদাও কোন কাল্পনিক উপখ্যানের মতো সম্পূর্ণ অবাস্তব ঘটনা।

এ পর্যন্ত স্বয়ং ছরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) সম্পর্কে হাদিস গ্রন্থসমূহে এ ধরণের অগুনিত ঘটনাবলী পাওয়া যায় যে, ছরকারে দো-আলম দঃ) এর ইশারায় বৃক্ষ হেলে-দুলে, ভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে, শিকড় সমূহের শক্তির উপর দিয়ে চলে হুজুর (দঃ) এর খেদমতে হাজির হয়েছে এবং তৎপর ইংগিত পেয়ে পুনরায় নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছে।

এখানেও কেয়াসের ঘোড়া দৌড়ান যে, বৃক্ষ সমূহের মানুষের কথা বুঝা, চলা, প্রত্যাবর্তন করা, শিকড় উপড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সতেজ-সবুজ থাকা সৃষ্টিগত বিধানের পরিপন্থী। এ কারণে, নাউজুবিল্লাহ এ ঘটনা বিশুদ্ধ নয়।

"উস্তনে হান্নানা" (মসজিদে নববীর একখানা শুষ্ক খেজুরের খুঁটি) এর ঘটনা তো এর চেয়ে আশ্চর্যজনক যে, একখানা শুষ্ক খেজুর গাছে হুজুর (দঃ) এর পবিত্র শরীর মুবারকের স্পর্শে তার মধ্যে শুধু জীবনের চৈতন্য সৃষ্টি হয়েছে তা নয় বরং তার মধ্যে প্রেমের জ্বালা জেগে উঠেছে এবং বিষণ্ন মানুষের ন্যায় প্রিয় রসুলে করিম (দঃ) এর বিরহে অঝোরে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করেছে।

এখানেও নেশায় বিভোর জ্ঞানের পথ প্রদর্শনে ঠাট্টা বিদ্রূপের জিহ্বা প্রসার কর যে, সৃষ্টিগত বিধানের দৃষ্টিতে একখানা শুষ্ক কাঠে মানবীয় জ্ঞানের জ্যোতি স্থানান্তরিত

তে পারে না। এ কারণে এ ঘটনাও সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভিত্তিহীন হতে বাধ্য।

অনুরূপভাবে ছরকারে দো আলম (দঃ) এর পবিত্র দেহ সম্পর্কে সাধারণভাবে হাদিস গ্রন্থাবলীতে এ বর্ণনা সমূহ বিদ্যমান রয়েছে যে, হুজুর (দঃ) এর পবিত্র দেহে মাছি বসতনা, হুজুর (দঃ) এর ঘাম মেশ্‌ক আম্বর এর ন্যায় সুগন্ধিতে সুরভিত করত, তার থেকে লম্বা আকৃতি মানুষের ভীড়েও হুজুর (দঃ)কে সবার চেয়ে উচ্চে দেখা যেত। অতঃপর এ মানবীয় দেহ নিয়েই হুজুর (দঃ) "শবে মেরাজে' মহাশূন্য অতিক্রম করে আসমানসমূহে গমন করেছেন, জান্নাতসমূহে ভ্রমন করেছেন, "সিদরাতুল মুনতাহা" হতে সামনের দিকে মহানত্বের পর্দা ভেদ করে "লা মকানে" পৌঁছেন এবং আল্লাহর তাজাল্লী সমূহ মানবীয় চক্ষে অবলোকন করতঃ তারকা পুঞ্জের ছায়ায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ফিরে আসেন।

যুক্তির ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে নাউজুবিল্লাহ অস্বীকার করে দিন এ সকল বর্ণনাকেও। এতে এমন কোন্ কথা রয়েছে, যা স্বভাবগত বিধানাধীন মানুষের সাধারণ অবস্থা সমূহের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। হতে পারে যে, এ সকল বিষয়ের জবাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এ গুলো হলো আম্বিয়া কেরামের মো'জেযা এবং মোজেযা সমূহ আল্লাহতায়ালার অপরিসীম কুদরতেরই বিকাশ মাত্র। এ কারণে এ ঘটনাবলী মেনে নেয়াতে কোন প্রকার যুক্তি ভিত্তিক ও স্বভাবগত অসম্ভাব্যতা নেই।

এ জবাবের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা স্বীকার্য ; কিন্তু পুনরায় এ প্রশ্ন উত্তাপিত হতে পারে যে, আল্লাহতায়ালার প্রশস্ত কুদরত কি

শুধু এ বিষয় থেকে অক্ষম যে, তাঁর প্রিয় রসুল যিনি আপাদমস্ত নূর, তাঁর পবিত্র দেহ প্রতিচ্ছবিহীন হবে না!

এ আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, হুজু (দঃ) এর প্রতিচ্ছবি না থাকার প্রমাণে যে দলিলাদি আমি প্রথ পেশ করেছি, কিছুক্ষণের জন্য ঐ গুলো থেকে দৃষ্টি বিচ্ছিন্ন ক নেয়া সত্ত্বেও শুধু এ ভিত্তির উপর এ আকিদাকে অস্বীকার ক যেতে পারেনা যে, এমন হওয়া (অর্থাৎ ছায়া না থাকা যুক্তিগত স্বভাবগত ভাবে অসম্ভব

প্রকাশ থাকে যে, মোজেযা সমূহ উল্লেখ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু প্রমাণ করা যে, যখন উপরোক্ত বিষয় সমূহ বাস্তবরূপ লাভে স্বভাবগত বিধান বাধা স্বরূপ নয়, তাহলে শুধু "পবিত্র দেহের ছায়া" না হওয়ার আলোচনায় স্বভাবগত বিধানকে অস্বীকারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে কেন?

ভাল ভাবে বুঝে নিন যে, হুজুর (দঃ) আপাদমস্তক নূর হওয়া প্রতিচ্ছবি না থাকার দলিল নয় বরং প্রতিচ্ছবি না হওয়ার কারণ। প্রকৃত পক্ষে দলিল তো ঐ সব রেওয়ায়েত যে গুলো হাদিস গ্রন্থাবলীতে সম্পূর্ণ এভাবে বর্ণিত, যেভাবে অন্যান্য মো'জেযা সমূহের রেওয়ায়েত সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

ফেত্‌নাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন চিন্তাধারার এও জঘন্যতম ভুলধারনা যে, হুজুর (দঃ) যেহেতু আহত হয়েছেন, পবিত্র দেহ হতে রক্ত টপকে পড়েছে, এ কারণে প্রমাণিত হলো যে, নাউজুবিল্লাহ হুজুর (দঃ) এর "শরীর" নূরের সৃষ্ট ছিলনা। মোটা বস্তু ছিল। আর যখন মোটা বস্তু ছিল তখন এর প্রতিচ্ছবি পড়া অনিবার্য ছিল।

এ কথা বোধগম্য হচ্ছে না যে, হুজুর (দঃ) আহত হওয়া ও তিচ্ছবি না হওয়ার মধ্যে বৈপরিত্ব কি? একই দেহ হতে স্পর বিপরীত অবস্থার প্রকাশ হওয়া অসম্ভব কখন? উদাহরণ রূপ সর্বসাধারণ মানুষের দেহ হলো পরস্পর বিপরীত মৌলিক পাদান সমূহের সমষ্টি এবং প্রত্যেক উপাদানের প্রকাশ একই সময়ে হয়ে থাকে। অতঃপর "অগ্নি উপাদানের" অবস্থার প্রকাশ দেখে যদি কেউ "পানি উপাদান" এর উপস্থিতিকে অস্বীকার করে তাহলে এটাকে পাগলামী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! হুজুর সরকারে রেসালত (দঃ) যেখানে আপাদমস্তক "নূর" ছিলেন সেখানে এ আকিদাও বাস্তব বিষয় যে, হুজুর (দঃ) মানুষও ছিলেন। আর এও বাস্তব ঘটনা যে, তাঁর পবিত্র দেহ হতে "নূর-সুলভ" ও "মানুষ সুলভ" উভয় প্রকার অবস্থার বিকাশ ঘটত।

যেমন সরকারে দো-আলম (দঃ) এর পবিত্র দেহ হতে রক্ত বেরিয়েছে, যখন হুজুর (দঃ) এর পানাহার এর ইচ্ছা হতো তখন পারিবারিক জীবনের সাথে মিলিত হতেন, যখন বৃদ্ধ বয়সে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে এবং যখন পবিত্র দেহে রোগের সঞ্চার হয়েছে তখন ঐ সময় মানুষ সুলভ গুণাবলীর প্রকাশ ছিল।

কিন্তু যখন হুজুর (দঃ) দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ ইফতার বিহীন নিয়মিত রোযা রেখেছেন এবং কোন প্রকার শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি, যখন হুজুর (দঃ) অন্ধকার রাতে নিজ গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্তন কালে একজন সাহাবীকে খেজুরের ডালি মুবারক হাতে স্পর্শ করে প্রদান করেছেন আর কিছু দুর চলার পর ওটা প্রদীপের ন্যায় আলোকিত হয়ে গিয়েছিল, হিজরতের রাতে আবদ্ধ অবস্থায়

হত্যাকারীদের চক্ষে ধূলা দিয়ে বেরিয়ে আসা এবং কেউ তাঁ
দেখতে না পাওয়া, যখন নবী করিম (দঃ) একজন হাবসী দাসে
কালো চেহারাকে স্বীয় কৃপাদৃষ্টির তাজাল্লি দ্বারা উজ্জল ক
দিয়েছিলেন, যখন স্বশরীরে হুজুর (দঃ) মে'রাজে মহা ফেরেশ
জগত ভ্রমণ করেছেন এবং সিদ্‌রাতুল মুনতাহার ঐ সীমা ছাড়ি
সামনে অগ্রসর হয়েছেন, যেখানে ফেরেস্তাদের (আঃ) পালক জ্ব
যায়, যখন হুজুর (দঃ) পেছনের বস্তু সমূহ এভাবে দেখতেন যেভা
সামনের বস্তু সমূহ অবলোক করতেন, তখন এ সময় হুজুর (দঃ) এ
নূর সুলভ ও ফেরেস্তা সুলভ গুণাবলীর প্রকাশ ছিল।

আলোচনার সার সংক্ষেপ হলো, যে মূহর্তে হুজুর (দঃ) এ
বাহ্যিক আকৃতি মানুষ সুলভ ছিল ঠিক ঐ মূহুর্তে হুজুর (দঃ
"নূর"ও ছিলেন। হুজুর (দঃ) এর উভয় অবস্থার মধ্যে কোন যৌক্তিক
ও শরীয়ত সম্মত বৈপরীত্ব নেই। আর যখন পবিত্র দেহের দু'
ধরনের অবস্থা ছিল তখন উভয় ধরণের গুণাবলীর প্রকাশ দেখে
ছরকারে দো-আলম (দঃ) এর "বাশারীয়াত" (মানুষ সুলভ গুণ)
কে অস্বীকার করা যেমনি ভুল, ঠিক তেমনি ভাবে হুজুর (দঃ) এর
মানুষ সুলভ আচরণের প্রকাশ দেখে তাঁর "নুরানীয়ত" (নুর
সুলভ গুণ) কে অস্বীকার ক াও বিশুদ্ধ নয়। সত্য মযহাব হলো,
উভয় অবস্থার সমন্বয়ে ও উভয় দিকের (অর্থাৎ নূরানীয়াত ও
বাশারীয়াত) সমষ্টিতে গঠিত। (অর্থাৎ সত্য পন্থী হলো যারা
হুজুর (দঃ) এর উভয় দিক সমভাবে স্বীকার করে)।

بسم الله الرحمن الرحيم

শেষ কথা :— মৌলানা আবদুল মুবিন নো'মানী মিসবাহী।

হুজুর পুরনুর (দঃ) এর পবিত্র দেহের প্রতিচ্ছবি না হওয়ার উপর পূর্ববর্তী পাতাগুলোতে হযরত আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী সাহেব যে যুক্তি ও শরীয়ত ভিত্তিক দলিলাদি পেশ করেছেন ঐ গুলো একজন ইসলামী চিন্তাধারা সম্পন্ন ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির জন্য স্বস্থানে শান্তনাদায়ক এবং প্রাণ সঞ্জীবকারীও। হুজুর ছরকারে রেসালত (দঃ) এর মো'জেযা সুলভ শ্রেষ্ঠত্ব ও পয়গাম্বর সুলভ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য স্বীকার করার পর এ মাসয়ালা নিজে নিজেই সহজে ঈমানদারের অন্তরের অন্তর স্থলে স্থান পেয়ে যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক চিন্তাধারার উপর ব্যক্তি পূজার ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের রাজত্ব কায়েম হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দলের কোন আলেমের উক্তি বর্ণনা করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। এ জন্য আমি এ ধরণের অস্বীকারকারীদের মনতুষ্টি ও মুখবন্ধ করার লক্ষ্যে তাদের চিন্তাধারার কাঁটা বেরও না হয়, তাহলে কমপক্ষে চিন্তা করার আহ্বান তো অবশ্যই হবে।

নিম্নে আলোচ্য "মাসয়ালার" স্বপক্ষে অস্বীকারকারীদের কয়েকজন আলেমের অভিমত পেশ করা হলো :—

(১) দেউবন্দীগণের পেশওয়া মৌং রশীদ আহমদ গাংগুহী সাহেবের লিখা দেখুন—

وحق تعالی انجناب سلمہ علیہ رانور فرمود
وبتواتر ثابت شد کہ انحضرت عالی سایہ نداشتند
وظاہراست کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل می دارند۔

অর্থাৎ : আল্লাহতায়ালা হুজুর (দঃ)কে "নূর" বলেছেন এবং একথা ধারাবাহিকতার (তাওয়াতুর) সাথে প্রমাণিত যে হুজুর (দঃ) এর ছায়া ছিলনা। আর এটা স্পষ্ট যে, "নূর" ব্যতিত সকল বস্তুর ছায়া থাকে।

(এমদাদুস্‌সলুক পৃঃ ৮৫ ও ৮৬ বেলালী দোখানী প্রেস সাঢোরা কর্তৃক মুদ্রিত।)

(২) মৌং আশরাফ আলী থানবী দেউবন্দীর বর্ণনা হলো :

'এটা যা প্রসিদ্ধ আছে যে, হুজুর (দঃ) এর ছায়া ছিল না এটা কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়। যদিও ঐগুলো দুর্বল হয়। কিন্তু ফযিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।' (মিলাদুন্নবী ৪র্থ খণ্ড, আল্‌মারী ফীরারবী পৃঃ ৫৭২)

অন্যত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এভাবে আছে যে,

'একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, আমাদের হুজুর (দঃ) এর প্রতিচ্ছবি ছিল না। (একারণে যে) আমাদের হুজুর (দঃ) আপাদ মস্তক নূরই ছিলেন। হুজুর (দঃ) এর মধ্যে অন্ধকার নামমাত্রও ছিলনা। এ কারণে তাঁর ছায়া ছিল না। কেননা ছায়ার জন্য অন্ধকার অপরিহার্য।

(শুকরুন্ নে'মাত বেযিক্‌রির রাহমাত পৃঃ ৩৯ খতীবে পাকিস্তান আল্লামা মুহাম্মদ শফী উকাড়বী (রঃ) কৃতঃ আয্‌যীকরুল জামিল এর বরাদ সহকারে বর্ণিত)

(৩) মুফতী-এ দেউবন্দ জনাব আযিযুর রহমান সাহেবের লিখিত ফতোয়া দেখুন।

...শা (নং ১৪৬৪)

ঐ হাদিস কোন্‌টি যাতে একথা বর্ণিত আছে যে, রসুলে ...াকবুল (দঃ) এর প্রতিচ্ছবি ভু-পৃষ্ঠে পড়ত না।

উঃ ইমাম সুয়ুতী (রঃ) "খাসায়েসে কুব্‌রা" নামক কিতাবে ...জুর (দঃ) এর ছায়া ভূ-পৃষ্ঠে না পড়ার সম্পর্কে এ হাদিস ...র্ণনা করেছেন :

أَخْرَجَ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ذَكْوَانَ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُرَى لَهُ ظِلٌّ فِي
الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔

অর্থাৎ : হাদিস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হাকিম তিরমিযী (রঃ) ...রত যাকওয়ান (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূর্য ও চন্দ্রের কিরণে হুজুর (দঃ) এর ছায়া দেখা যেত না।

এবং "তাওয়ারীখ-এ-হাবীবে ইলাহ" নামক কিতাবে মুফতি ...নায়েত আহমদ সাহেব লিখেন যে,

হুজুর (দঃ) এর পবিত্র শরীর নূর ছিল। এ কারণে তাঁর ...য়া ছিল না।

আশা করি যে, এখন প্রত্যেক বিবেকবান ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি এ মাসয়ালার পূর্ণ বিবরণ সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন। আর কোন অস্বীকারকারীরও অস্বীকার করার অবকাশ হবে না।

আল্লাহতায়ালা সকলকে সরল পথে পরিচালিত করুন।

মুহাম্মদ আবদুল মুবীন নো'মানী মিসবাহী
প্রধান শিক্ষক : দারুল উলুম কাদেরীয়া ছিড়িয়া কোর্ট
আযমগড়-ইউ, পি
সদস্য :—ইসলামী একাডেমী, মুবারকপুর, আযমগড়-ইউ, পি

প্রশ্ন হতে পারে যে, হুজুর (দঃ) এর পবিত্র দেহের প্রতিচ্ছবি না হওয়া সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরাম হতে তেমন কোন রেওয়ায়েত নেই কারণ কি!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ প্রশ্নের উত্তর ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রেযা বেরলভী (রঃ) "কামরুত্তামাম ফী নফইয্-যিল্লে আন ছাইয়্যেদিল আনাম" নামক অমূল্য গ্রন্থ থেকে শুনুন।

হুজুর ছাইয়্যেদে আলম (দঃ) এর ছায়া না হওয়া সম্পর্কে অধিকাংশ সম্মানিত প্রসিদ্ধ সাহাবা কেরাম হতে রেওয়ায়েত বিদ্যমান না থাকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণাদি রয়েছে—যথা প্রথমত :—বিশুদ্ধ হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, সম্মানিত সাহাবা কেরাম (রঃ) শাহেন শাহে রেসালত (দঃ) এর মহান

দরবারে অত্যন্ত আদব সহকারে মস্তকাবনত অবস্থায় নিম্ন দৃষ্টি হয়ে বসতেন। শাহেন শাহে রেসালত (দঃ) এর মহানত্বের প্রভাব তাঁদের পবিত্র অন্তর সমূহের উপর পূর্ণভাবে বিস্তার হতো যে, তাঁদের উর্ধদৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ছিল। এ কারণে হুজুর দঃ এর "দৈহিক আকৃতি" সম্পর্কে অধিকাংশ সম্মানিত প্রসিদ্ধ সাহাবা কেরাম (রঃ) হতে হাদিস সমূহ বর্ণিত নেই। কারণ তাঁরা চোখ ভরে দেখতে পারতেন না এবং দৃষ্টি উপরে নিক্ষেপ করতেন না। "ঈমান" তাঁদের পবিত্র অন্তরে সমূহে পাহাড়ের চেয়ে অধিকতর ভারী ছিল এবং শাহেন শাহে মদীনা (দঃ) এর মহান দরবারে উপস্থিতি যেন আস্মান-জমীনের শাহেন শাহ এর সামনে উপস্থিতি ছিল। যখন তাঁরা হুজুর (দঃ) এর দরবারে বসতেন অন্তর খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ, ঘাড় সমূহ অবনত, চক্ষু নিম্ন আওয়াজ ছোট ও অংগ প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে যেত। এমতাবস্থায় দৃষ্টি এদিক ওদিক কিভাবে হতে পারে! যাতে ছায়া আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য করবে এবং একথা সহজবোধ্য যে, এ ধরণের আশাদমস্তক নবীর সম্মানে মগ্ন ব্যক্তিগণ আপন শাহেন শাহ দো জাহা (দঃ) এর প্রতি উদ্দেশ্যবিহীন তাকাবেন না। এ অবস্থায় মনের দৃষ্টি হুজুর (দঃ) এর মহান সৌন্দর্য ও তাঁর কাজ কর্মের দিকে নিক্ষিপ্ত হয় যাতে নিজে তাঁর অনুসরণ করতে সক্ষম হয় এবং অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছাতে পারে। কারণ, তাঁরা শরীয়তের বাহক ছিলেন। দরবারে আকদাসের উপস্থিতির মহান উদ্দেশ্য তাঁদের এটাই ছিল। অতঃপর যখন দৃষ্টি অত্যন্ত ভীতি ও প্রয়োজনীয়তার সাথে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তখন বিবেক

বুদ্ধি সাক্ষী যে এমতাবস্থায় এদিক ওদিক ধ্যান যাবে না। যার কারণে হুজুর (দঃ) এর ছায়া ছিল কিনা দৃষ্টিগোচর করতে সক্ষম হননি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! অধিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। আপনি নিজের দিকেই তাকান—যদি কোন স্থানে ভীত অবস্থায় অতিক্রম করেন ঐখানে যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তাও ভালভাবে পূর্ণ বোধগম্য করতে পারেন না। সে স্থানে অস্তিত্বহীন বস্তুর দিকে ধ্যান যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। উদাহরণ স্বরূপ আপনার রাষ্ট্রের কোন গভর্ণর এর সাথে এমন তীব্র প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হয়েছেন, যার চিন্তা আপনার নিকট দুনিয়া ও তথাকার সকল কিছুর উপর অগ্রগণ্য এবং তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে আপনার অবস্থার কথা পেশ করেন, তাহলে প্রথমতঃ বাদশাহী প্রভাব দ্বিতীয়তঃ এ তীব্র প্রয়োজনীয়তার প্রতি গভীর মনযোগ আপনাকে প্রত্যেক জিনিসের প্রতি তাকানো থেকে বাধা প্রদান করবে। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করার পর যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে, ওখানকার রাজপ্রাসাদের দেয়াল সমূহ কি "সাংগে মুসা (এক প্রকার মূল্যবান কালো পাথর) না "সাংগে মরমর" খচিত সিংহাসনের পায়াগুলো কি চাঁদি আবৃত না স্বর্ণাবৃত সিংহাসনের রং সবুজ ছিল না লাল বর্ণ? তখন একটা কথারও আপনি উত্তর দিতে পারবেন না। বরঞ্চ স্বয়ং যদি একথাই জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বাদশাহর ছায়া ছিল কিনা, তখন আপনি যদিও বা সকল মানুষের উপর অনুমান করে হাঁ বলবেন 'কিন্তু' নিজে স্বচক্ষে দেখা থেকে জবাব দিতে পারবেন না, এতো

দুনিয়ার বাদশাহী দরবারের অবস্থা; সাহাবা কেরাম (রঃ) ঈমান গ্রহণের মুহূর্ত হতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উভয় জগতের শাহেন শাহ (দঃ) এর মহান দরবারে যে ভীতি তাঁদের উপর জারী ছিল তা বোধগম্য করা থেকে আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান অক্ষম। অতঃপর তাঁদের দৃষ্টি যদি উপরের দিকে উঠতে পারতো এবং ডানে-বামে দেখতে পারতো তখন হুজুর (দঃ) এর ছায়া ছিল কিনা সে সম্পর্কে অবগত হতেন। দ্বিতীয়তঃ—অধিকাংশ সময় সাহাবা কেরামকে সামনে চলার আদেশ দেয়া হতো হুজুর (দঃ) তাঁদের পেছনে চলতেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) "শামায়েল" এর একটি দীর্ঘ হাদিসে হিন্দ ইবনে আবি হা'লা (রঃ) হতে বর্ণনা করেন—

يسوق اصحابه -

হুজুর (দঃ) সাহাবা কেরামকে (রঃ) তাঁর আগে চলতে দিতেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) হতে বর্ণনা করেন—

قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاء عقبه رجلان -

অর্থাৎ: সারমর্ম হলো, আমি রসুলে করিম (দঃ)কে দেখিনি যে, দু'জন মানুষও তাঁর পেছনে চলছে অর্থাৎ হুজুর (দঃ) সবার পেছনে চলতেন।

হযরত জাবের (রঃ) হতে বর্ণিত আছে—

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون امامه ويكون ظهره للملئكة

অর্থাৎ :—হুজুর (দঃ) এর সাহাবা কেরাম আগে চলতেন এবং তাঁর পেছনের দিক ফেরেস্তাগণের জন্য ছেড়ে দিতেন।

ইমাম দারমী (রঃ) বিশুদ্ধ সূত্রে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করেন যে, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেছেন—

خلوا ظهرى للملئكة -

অর্থাৎ :—আমার পশ্চাদভাগ ফেরেস্তাগণের জন্য ছেড়ে দাও। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ভাবে অধিকাংশ সাহাবা কেরাম এর ধ্যান এ দিকে যায়নি এবং এ মোজেযা সম্পর্কে তাঁরা অবগত হননি। যদি এটা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হওয়াকে নাইবা মানেন, তবে উপরোল্লেখিত বর্ণনাবলীর ভিত্তিতে এ কথা তো বলা যাবে যে, "ছায়া না থাকার" সম্ভাবনা সর্বাধিক। সর্বাধিক্যকেও ছেড়ে দেন এতটুকু তো অবশ্যই বলতে হবে যে, ছায়া সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তারপরও অস্বীকারকারী দলিল পেশ করতে পারে যে, যদি এমন হতো তাহলে "ওস্তনে হান্নানা" সম্পর্কীয় হাদিস এর ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করত তখন "ছায়া" না হওয়ার সমর্থকগণ বলতে পারেন যে, হতে পারে—অনবগতি প্রসিদ্ধি লাভ না করার কারণ।

তৃতীয়তঃ—পূর্বোল্লেখিত নিশ্চিত বিশ্লেষণ দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় না যে, সম্পূর্ণরূপে কেউ এ মোজেযা সম্পর্কে অবগত হননি এবং কেউ এটা বর্ণনা করেন নি। অল্প বয়সের ছেলেদের মধ্যে কোন কোন সময় এ ধরণের সাহসিক উদ্যম

অর্জিত হয় আর তারা উপরোল্লেখিত বিষয়ের ন্যায় অনেক বিষয় বোধ করতে সক্ষম হয়। এ কারণে হুজুর (দঃ) এর "দৈহিক আকৃতি" সম্পর্কীয় অধিকাংশ হাদিস হযরত হিন্দ ইবনে আবি হা'লা (রঃ) হতে বর্ণিত হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রসিদ্ধ সাহাবা কেরাম (রঃ) হতে নয়।

আল্লামা শেহাব উদ্দীন খুফ্ফাজী (রঃ) স্বরচিত "নাসিমুর্ রিয়ায শরহে শেফায়ে আয়ায্" নামক কিতাবে হযরত হিন্দ ইবনে আবি হা'লা (রঃ) এর পরিচিতি বর্ণনায় বলেন—

وكان ربيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اخا الفاطمة وخال الحسنين رضى الله تعالى عنهم فكان لصغره يتسع من النظر لوجهه لكونه عنده داخل بيته فلذا اشتهر وصف النبى صلى تعالى عليه وسلم عنه دون غيره من كبار الصحابة رضى الله عنهم فانهم لكبر هم كانوا ايها بون اطالة النظر اليه صلى الله تعالى عليه وسلم فاحاط به نظر احاطة الهالة بالقمر والا كمام بالثمر -

অর্থাৎ :—হুজুর (দঃ) এর সৎপুত্র, (অর্থাৎ হিন্দ ইবনে আবি হা'লা হযরত খদিজাতুল কোব্রা (রঃ) এর আগের স্বামীর ছেলে) হযরত ফাতেমা (রঃ) এর ভাই এবং হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন (রঃ) এর মামা অল্প বয়সের দরুন হুজুর (দঃ)কে মন ভরে গভীর দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ, তিনি হুজুর (দঃ) এর হুজরা শরীফে প্রবেশ করতেন। এ কারণে হুজুর (দঃ) এর

গুণাবলী তাঁর মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি ছাড়া বড় বড় সাহাবাদের মাধ্যমে নয়। এজন্য যে, তাঁরা বয়স্ক হওয়ার দরূণ হুজুর (দঃ) এর নূরানী চেহারা মুবারকের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে ভীতি বোধ করতেন, তখন তাঁদের দৃষ্টি হুজুর (দঃ) এর নূরানী চেহারা পর্যবেক্ষন চন্দ্রের চতুর্দিকে দৃষ্ট পরিমণ্ডল ও ফলের আচ্ছাদনীর ন্যায় করেছে।

চতুর্থতঃ—সম্মানিত সাহাবা কেরাম (রঃ) এর মধ্যে হাজার হাজার এমনও আছেন যাঁদের হুজুর (দঃ) এর সাথে দীর্ঘ সংশ্রব ভাগ্যে জুটেনি এবং অনেক এমন আছেন যাঁরা বিশাল সমাবেশ সমূহ ব্যতিত হুজুর (দঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি। মদীনা শরীফ ছাড়া অন্যান্য দেশের রসুল প্রেমিকগণ দলে দলে শাহেন শাহে মদীনার দরবারে উপস্থিত হতেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে যেতেন। এমতাবস্থায় ও বিশাল সমাবেশে "ছায়ার" প্রতি ধ্যান যাওয়া কি অবশ্যম্ভাবী! এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, জনসমাবেশে একজনের ছায়া অন্যজনের ছায়া হতে পৃথক হয় না এবং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর ছায়া আছে কিনা পৃথক করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

(আল্লাহ্ আমাদের সবার সঠিক বুদ্ধি বিবেক প্রদান করুন)

* সমাপ্ত *